দৈনিক ইত্তেফাক
১১মার্চ-১৯৮৭
পৃ-১ কলাম-২
৮৭

বাবলুর লাশ গ্রামের বাড়ীতে পাঠানো হইয়াছে

ক্যাম্পাসে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ॥ কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

মোহসিন হলে বোমা বিস্ফোরণে নিহত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক বাবলুর লাশ দাফনের জন্য গতকাল (মঙ্গলবার) রাত্রে তাঁহার নরসিংদী জেলায় গ্রামের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মইনুদ্দীনের লাশ তাহার বরিশালের গ্রামের বাড়ীতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে একই বোমা বিস্ফোরণে নিহত নূর মোহম্মদের দায়-দায়িত্ব জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল স্বীকার করে নাই এবং কোন আত্মীয়-পরিজন লাশ নিতে না আসায় তাহার লাশ গত রাত্রে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখিয়া দেওয়া হয়।

বটতলায় নামাজে জানাজার পর বাবলুর লাশ দাফনকে কেন্দ্র করিয়া গতকাল বিকালে পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ছাত্র-পুলিশের এই সংঘর্ষে মোট কতজন আহত হইয়াছে, উহার বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নাই। তবে ৭ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। এই আহতদের তালিকায় ইত্তেফাকের

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

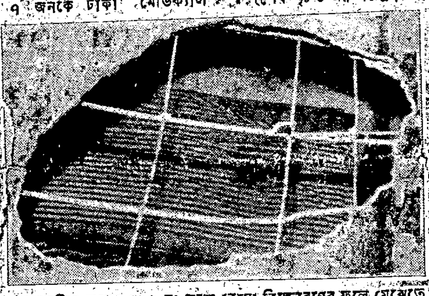

মোহসিন হলের ৪২৬ নং কক্ষে বোমা বিস্ফোরণের ফলে মেঝেতে এই গর্ত হইয়া যায়

এফ রহমান হল হইতে বোমা নিক্ষেপের বক্তব্য অসাধুতা ছাড়া কিছুই নহে — স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-প্রধানমন্ত্রী প্রফেসর আবদুল মতিন গতকাল (মঙ্গলবার) জাতীয় সংসদে বলি-[illegible] ও মানচিত্র উপস্থাপন করিয়া বলেন, ইহাতে প্রমাণ হয়, এফ, রহমান হল হইতে বোমা

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

(১ম পৃঃ পর)

নিক্ষেপের বক্তব্য 'বুদ্ধিবৃত্তির অসাধুতা' ছাড়া কিছুই নহে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পুলিশের তথ্য অনুযায়ী গতকালের হরতালের প্রাক্কালে গত সোমবার নাশকতামূলক কার্যকলাপের উদ্দেশ্যে মোহসিন হলের ৪২৬ নং কক্ষে বহিরাগতসহ বোমা তৈরীর সময় দুর্ভাগ্যক্রমে বোমার বিস্ফোরণ ঘটে ও ঐদিনই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক বাবলু ইন্তেকাল করেন। গতকাল আহতদের মধ্যে নূর মোহাম্মদ ও মইনুদ্দিন ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইতিপূর্বেও মাহবুবুল হক বাবলুসহ কয়েকজনকে ৩টি পিস্তল, বোমা ইত্যাদি অস্ত্রসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হইয়াছিল এবং মামলাও দায়ের করা হয়। পরে তাহারা আদালত হইতে জামিনে মুক্তি পান। মূলতঃ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একাংশের রাজনীতি হইল বে-আইনী অস্ত্র রাখা, বোমাবাজি, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার নির্মাণ ঠিকাদারদের কাছে অন্যায় দাবী করা। অথচ গতকাল বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত বিএনপি'র বিবৃতিতে বলা হয়, এফ রহমান হল হইতে নাকি বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। বাস্তব অবস্থা হইল এফ রহমান হলটি একতলা, ইহার পরে মাঠ, দেয়াল, গাছপালা এবং তদুপরি ৪০ ফুট উঁচুতে মোহসিন হলের ৪২৬ নং কক্ষ। বিএনপি অবৈধ ও অসামাজিক কাজকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমর্থন দিয়া আসিতেছে। ঘটনার পর কক্ষটিকে পরিষ্কার করা হয় এবং রক্তের দাগও মুছিয়া ফেলা হয়। ফটোগ্রাফারদের ছবি না তোলার এবং তাহাদের বিবৃতি ছাড়া আর কিছু না ছাপার জন্য চাপ দেওয়া হয়। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, ঘটনা হইতে দৃষ্টি অন্যদিকে সরানোর চেষ্টা করা হইয়াছে। দলটি ক্ষমতায় থাকাকালে দলের যুব ও ছাত্রদলে পেশাদার খুনীদের আশ্রয় দেয়। একজন মন্ত্রীও ইহার সহিত জড়িত ছিলেন। আমরা এ সব কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকার উপদেশ দেই। কিন্তু আমাদের উপদেশ পালন না করায় আমরা পদত্যাগ করি। এমনকি, এ দলের নেত্রী ঘটনার পর পিজি হাসপাতালে সকলকে শিখাইয়া দিতেছিলেন যে, ঘটনাটিকে আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে এভাবে (যেভাবে বিবৃতি দেওয়া হয়) চিত্রিত করিতে চাই, তোমরা একভাবে কথা বলিবে। তিনি বলেন, ছাত্রদলের ছেলেরা তাহার ও উপ-প্রধানমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদের কাছে বেগম জিয়ার শেখানোর কথা স্বীকার করিয়াছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উদ্দেশে বলেন: আপনি শুধু রাজনৈতিক নেত্রীই নন, মা-ও। মা হইয়া সন্তানদের আর অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকিতে দিবেন না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতির পর সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, সংসদে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ নাই, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কথা বলা ঠিক নহে। মন্ত্রী শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিবৃতি দেওয়ার সময় তথ্যের খাতিরে নাম আসিতে পারে। প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ৩০০ ধারা অনুযায়ী মন্ত্রীর বিবৃতির উপর বিতর্ক হইতে পারে না।

বাবলুর লাশ

(১ম পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা রেজানুর রহমানের নামও রহিয়াছে। সংঘর্ষ চলাকালে টিএসসির মোড়ে ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আবদুল মান্নান সামান্য আহত হন বলিয়া জানা গিয়াছে। পুলিশ ১৪ জনকে গ্রেফতার করিয়াছে।

ইতিপূর্বে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বাবলুর লাশ বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে কবি নজরুলের মাজার আঙ্গিনায় দাফনের সিদ্ধান্ত নেয়। দুপুরের পর সেখানে কবরও খোঁড়া হয়। বিকাল সোয়া ৪ টায় কলাভবনের মাঠে বটতলায় নামাজে জানাজা শেষ হইলে বিএনপির নেতৃবৃন্দ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কর্মীরা বাবলুর লাশ নিয়া কবি নজরুলের মাজারের দিকে অগ্রসর হয়। ইহার কয়েক মিনিট আগেই পুলিশ মসজিদের প্রবেশ পথ ও আশেপাশের রাস্তা কর্ডন করিয়া রাখে। সরকারের অনুমতি ছাড়া পুলিশ সেখানে লাশ দাফন করিতে আপত্তি জানায়। অপরদিকে লাশ বহনকারী ছাত্রগণ জানায়, সেখানে দাফন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মৌখিকভাবে অনুমতি দিয়াছেন। দুই পক্ষের বাদানুবাদের এক পর্যায়ে পুলিশের দিকে কয়েকটি ইট-পাটকেল নিক্ষিপ্ত হয়। ইহার পরই পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও লা[illegible]জ শুরু করে। কয়েক মি[illegible]র মধ্যে সোহরাওয়ার্দী উ[illegible] এবং নীলক্ষেত এলাকা হইতে কয়েক শত পুলিশ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করিয়া কলাভবনের সামনের সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার জন্য ঘন ঘন কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ এবং লাঠিচার্জ করে। ছাত্রগণ লাশ লইয়া ভিসির বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও অন্যান্য নেতা সেখানে আশ্রয় নেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ চলিতে থাকে। ইহার পর ছাত্রগণ ঘটনাস্থল হইতে সরিয়া যায়। রাত্রি ৮টা পর্যন্ত পুলিশ ভিসির বাড়ীর চারিদিকে বেষ্টনী রচনা করিয়া অবস্থান করিতে থাকে।

পিতামাতার অনুরোধে বাবলুর লাশ গ্রামের বাড়ীতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গাড়ীতে পুলিশ প্রহরায় রাত্রি পৌনে ৯টায় লাশ পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর পুলিশ অবস্থান তুলিয়া করে।

সন্ধ্যা ৭টার দিকে জগন্নাথ হলের অদূরে বিকট শব্দ শোনা যায়। উহা কিসের শব্দ তাহার বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নাই। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার পরিস্থিতি থমথমে রহিয়াছে।